ফেডারেশন বার্তা

'নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠন'-এর ত্রৈমাসিক মুখপত্র

(A Quarterly Bulletin of 'All India Federation of Bengali Buddhists')

বর্ষ ১৮, সংখ্যা ৫৫ ○ অপ্পমাদ অমতং পদং, পমাদো মচ্চুনো পদং ○ Website : www.aifbb.org ○ ফেব্রুয়ারি : ২০২৬/২৫৬৯—বুদ্ধাব্দ

আমাদের কথা

১৯শে ডিসেম্বর, ২০২৫ আনন্দবাজার পত্রিকার একটা সংবাদে হঠাৎ দৃষ্টি আটকে গেল। সংবাদটা ছিল এই রকম ''বাংলাদেশে ছায়ানট ভবনে রাতভর ভাঙচুর, আগুন! পুড়ল বহু সরঞ্জাম, হারমোনিয়ামও আছড়ে ভাঙল উন্মত্ত জনতা''। ইদানীং সংবাদপত্রের প্রতি আমাদের একটা অনীহা এসে গেছে। সব সংবাদের সত্যতা আমাদের বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়না। তবুও সংবাদটা পাঠ করলাম। মনখারাপ করে দেওয়া খবর। টি.ভি.'র চ্যানেলটা খুলে দেখলাম সেখানেও ঘটনাটা দেখাচ্ছে, তার মানে ঘটনাটায় সত্যতা আছে। এখন 'ছায়ানট'টা কি? অনুমান করলাম অবশ্যই একটা প্রতিষ্ঠান হবে। আমাদের কলকাতার 'বাংলা আকাদেমি'র মতন। অনুসন্ধান শুরু করলাম। জানতে পারলাম 'ছায়ানট' হলো বাংলা সংস্কৃতির প্রতি নিবেদিত বাংলাদেশের একটি প্রতিষ্ঠান, যা ১৯৬১ সালের প্রতিষ্ঠিত। বাংলার সাংস্কৃতির নিবিড় চর্চার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলা হয়। প্রতি বছর, ছায়ানট বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন পহেলা বৈশাখ উদযাপনের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রমের আয়োজন করে।' তাহলে এইরকম একটি প্রতিষ্ঠানকে ভাঙচুর করার কারনটা ঠিক বোধগম্য হোলনা। আরো অনুসন্ধানে জানতে পারলাম বাংলাদেশের সেই পুরাতন ঘোড়া রোগ আবার মাথা চাড়া দিয়েছে। যে রোগের প্রকোপে গত বছর ৫ই আগস্ট, ২০২৪ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দেশ ছেড়ে পালাতে হয়েছিল। সেদিনও এইরকম ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছিল। পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রে, আমাদের খুব একটা করার কিছু নেই। কিন্তু ওই দেশটা এক সময় আমাদের দেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হবার আগে আমরা একই রাজ্যের বাসিন্দা ছিলাম। আমাদের আত্মীয়-স্বজন এখনও ঐ দেশে বাস করে। সুতরাং ঐ দেশের কথা আমাদের মনকে নাড়া দেবেনা? একটু পেছনে ফিরে তাকানো যাক। ছায়ানটের ঘটনাটা কেন ঘটল? তথ্য প্রমাণ বলছে এটা একটা রাজনৈতিক হত্যাকান্ডের বদলা। রাজনৈতিক কারণটা কি তার বিচারে আমরা যাবোনা। আমরা শুধু এই কথাটাই বলব ভাঙচুর করাটা কি আসলে প্রতিবাদ করা না নিজের অসন্তোষ জারি করা? না নিছক রাজনৈতিক খেলা। আবার কেউ কেউ বলছে অতি আবেগপ্রবণ দুর্বল মানুষের নিষ্ফল আক্রোশের বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

এই ঘটনা যে শুধুমাত্র বাংলাংদেশের ব্যাপার এমনটা নয়। পৃথিবীর সর্বত্রই এই ঘটনা ঘটছে। কলকাতায় যুবভারতীতে ফুটবল প্লেয়ার মেসিকে নিয়ে যে ঘটনাটা ঘটে গেল সেটাও একই ঘটনা নয়কি? মেসিকে দেখতে না পেয়ে কিছু মানুষ অসন্তুষ্ট হোলো। সেই অসন্তোষ এত তীব্র হোলো যে তার বহিঃপ্রকাশ হোলো ভাঙচুর। এতে সেই অসন্তুষ্ট ব্যক্তিদের অসন্তোষ কিছু মাত্রায় হয়তো লাঘব হোলো। কিন্তু ক্ষয়-ক্ষতির পরিমান বিচার করবে কে? একটু তলিয়ে ভাবা যাক। এখানে প্রশ্ন 'মেসি' কে? উত্তর হোলো একজন বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন ফুটবল প্লেয়ার। তার ফুটবলের টেকনিকে ফুটবল প্রেমিক আপামর মানুষের প্রশংসা ধন্য। ফুটবল খেলা হোলো

দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন

বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্রের ৩৯তম কঠিন চীবর দানোৎসব উদ্‌যাপিত

থেরবাদী বৌদ্ধ অনুশাসন স্বীকৃত কঠিন চীবর দানানুষ্ঠান বিহার ভিত্তিক একটি পরম্পরা গত ধর্মীয় আচার— আষাঢ়ী পূর্ণিমা থেকে অশ্বিনী পূর্ণিমা পর্যন্ত দীর্ঘ তিন মাস যাবত বৌদ্ধ ভিক্ষুরা নির্দিষ্ট বিহারে অবস্থান করে ধম্মচারণ তথা আত্ম অন্বেষনে সার্বিকভাবে নিজেকে সমর্পিত করেন। এই সময়কালে উপাসক/উপাসিকারা প্রতি পূর্ণিমা, অমাবস্যা এবং অষ্টমীতে বিহারে উপস্থিত হয়ে উপোসথ পালন করেন। অশ্বিনী পূর্ণিমার পরবর্তীতে এবং কার্তিকী পূর্ণিমা পর্যন্ত একমাস সময়ের মধ্যে প্রতিটি বিহারে বর্ষাবাস পালনকারী ভিক্ষুকে উপাসক/উপাসিকারা চীবর অর্থাৎ ভিক্ষুদের পরিধেয় বস্ত্র দান করেন। এই দান অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী ভিক্ষুরা কর্মবাচার মাধ্যমে এই চীবর বিহারের অধ্যক্ষ ভিক্ষুকে সমর্পণ করেন। বৌদ্ধ সংস্কৃতির এই প্রাচীন ধারাকে বর্তমান প্রজন্মের বৌদ্ধরা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করেন।

এই উপলক্ষ্যে বিগত ২৬শে অক্টোবর ২০২৫, রবিবার মধ্য কলকাতার 'বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্র'-এ ৩৯তম কঠিন চীবর দান অনুষ্ঠান চিরাচরিত ভাবগম্ভীর পরিবেশে উদ্‌যাপিত হলো। অনুষ্ঠানের পূর্ব দিন অর্থাৎ ২৫শে অক্টোবর 'পণ্ডিত ধর্মাধার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি' পরিচালিত অঙ্কন স্কুল 'প্রজাপতি'র ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে একটি অঙ্কন প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয়। সেদিনের সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠানে অঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। অতঃপর প্রদীপ প্রজ্জ্বলন এবং ফানুস উত্তোলন অনুষ্ঠানে বহু আগ্রহী মানুষ অংশগ্রহণ করে। ২৬শে অক্টোবর সকালের অনুষ্ঠান সূচিত হয় বিশ্ব বৌদ্ধ পতাকা উত্তোলন এবং সূত্র পাঠের মাধ্যমে। পরবর্তী পর্যায়ে আনাপান ধ্যান—বুদ্ধপূজা-সংঘদান-ধর্মালোচনার পরে পূজনীয় ভিক্ষু সংঘের উদ্দেশ্যে কঠিন চীবর উৎসর্গ করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ভারতীয় সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার পরমপূজ্য ষষ্ঠ সংঘরাজ শ্রীমৎ দিকপাল মহাস্থবির মহোদয়। বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্রের বরিষ্ঠ ট্রাস্টি নব্বই বছর বয়সী বিদর্শন শিক্ষিকা শ্রীমতী শিলাদেবী চৌরাসিয়ার উপস্থিতি অনুষ্ঠানের ভাবগম্ভীর পরিবেশকে গভীরতা প্রদান করে। দু-দিনব্যাপী এই আনন্দঘন অনুষ্ঠানকে সার্বিকভাবে সফল করার জন্য বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্রের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবির মহোদয় সকলকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

ফেডারেশন বার্তা'র কর্মসমিতি

সম্পাদক—শ্রী আশিস বড়ুয়া, **সহ-সম্পাদক**—শ্রী নবারুণ বড়ুয়া,
সদস্যবৃন্দ— শ্রীমতী সাধনা বড়ুয়া, শ্রীমতী সঙ্গীতা বড়ুয়া,
শ্রীমতী রীতা বড়ুয়া।
প্রকাশক—ড. সুজিত কুমার বড়ুয়া
(সাধারণ সম্পাদক, 'অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন অফ বেঙ্গলি বুদ্ধিস্টস')

আমাদের কথা ১ম পাতার পর

বিনোদনের বস্তু। এমন বিনোদনে আঘাত প্রাপ্ত হওয়াতেই এই অসন্তোষ। দৈনন্দিন জীবনে সাধারণ মানুষের যে সব না পাওয়া রয়েছে, যেটা তাকে চোখবুঝে সহ্য করতে হচ্ছে ও মনের কোনে জমা হচ্ছে।

মানুষের মনে এইযে অসন্তোষ জন্ম নেয় সেটা যতই কোন তুচ্ছ কারণেই হোকনা কেন, তাকে স্তিমিত করাটা খুবই জরুরী। নয়ত মেঘভাঙা বৃষ্টির মতো তার বহিঃপ্রকাশ যে কোন্ ভাবে অথবা কোন্ দিক দিয়ে ধেয়ে আসবে তা বলতে পারিনা। একটি পুকুরের স্থির জলে যদি একটা ঢিল ছোঁড়া হয় তৎক্ষণাৎ সেখানে একটি তরঙ্গ উৎপন্ন হয়। উৎপত্তি স্থলে সেই তরঙ্গ অতি সামান্য হলেও যত পারের দিকে যাবে তরঙ্গও তত বৃহৎ হতে থাকে। উৎপত্তি স্থলেই যদি সেই তরঙ্গ স্তিমিত করা না যায় তবে তা রোখা অসম্ভব।

আমাদের চারিপাশে এইরকম অসংখ্য অসন্তোষের কারণ অহরহ উৎপন্ন হচ্ছে। আমরা কেউবা তাতে ভেসে যাচ্ছি, কেউবা আপ্রাণ চেষ্টা করছি তাকে প্রতিহত করার। এইসব মায়াজাল থেকে মুক্ত থাকাটাই জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিৎ। এর একটা সহজ উপায় বুদ্ধ বলে গেছেন সেটি হোলো 'অষ্টাঙ্গিক মার্গ'। এই অষ্টাঙ্গিক মার্গের সীমা রেখার মধ্যে যদি মানুষ সর্বদা বিচরণ করে তাহলে সে নিরুপদ্রব জীবন অতিবাহিত করতে পারে। এ কথাতো বুদ্ধ নিজেই আমাদের বলে গিয়েছেন। এইটাই হোলো সুখী আদর্শ জীবনের মাপ কাঠি। একটু আলোচনা করে দেখি কি সেই অষ্টাঙ্গিক মার্গ অথবা আটটি পথ।

প্রথম পথটি হোলো সম্যক্ দৃষ্টি-এর অর্থ হল চারটি আর্য সত্য সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান অর্জন করা এবং বাস্তব অবস্থাকে বুঝতে পারা। এই বিষয় জ্ঞান লাভ করলে তবেই জীবন পরিকল্পনা করার ও পরিচালনা করার সংকল্প জন্মাবে।

দ্বিতীয় পথটি সম্যক সংকল্প অর্থাৎ যথাযথভাবে জীবন পরিচালনা করা এবং সত্য অনুসন্ধান করা। অর্থাৎ যাবতীয় দুঃখ দূর্দশা দূর করার জন্য ভোগ বাসনাকে পরিত্যাগ করার জন্য এই পথটি অতীব প্রয়োজনীয়।

তৃতীয় পথটি হল সম্যক বাক্য। যার অর্থ হল বাক্ বা বাক্য সংযম। যেমন কটু কথা বলা, মিথ্যা কথা বলা, পরনিন্দা করা প্রভৃতি থেকে বিরত থাকা।

চতুর্থ পথটি হল সম্যক্ কর্মান্ত। কর্ম ব্যক্তিকে জগতে পরিচিতি লাভ করতে সহায়তা করে। তাই নিষ্কাম কর্ম করা উচিত অর্থাৎ কর্ম করে যাও ফলের আশা করোনা।

পঞ্চম পথটি হল সম্যক্ আজীব। যার অর্থ হল সৎ ভাবে বা সঠিক উপায়ে জীবিকা নির্বাহ করা। তাই মিথ্যা আশ্রয় না গ্রহণ করে সৎ পথে জীবিকা অর্জনের মাধ্যমে সুস্থ জীবন যাপন করাই হল সম্যক আজীব।

ষষ্ঠ পথটি হল সম্যক ব্যায়াম। এটি ব্যক্তির মনকে সৎ চিন্তা, সৎ প্রবৃত্তিতে নিয়োজিত রাখার জন্য প্রতিনিয়ত অনুশীলন। কটু চিন্তা বা খারাপ চিন্তা জীবনকে অপবিত্র করে তোলে। তাই মনকে কু চিন্তা থেকে বিরত রাখাই হল সম্যক্ ব্যায়াম।

সপ্তম পথটি হল সম্যক স্মৃতি। এই বিশ্বজগতে সব কিছু অনিত্য, কোনো কিছু স্থায়ী নয়। তাই দেহ মনকে কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত করতে পারলে জীবনের দুঃখ মোচন হবে। সমস্ত কিছুই অনিত্য এই জ্ঞান স্থির হবে। ফলে বৈরাগ্য সাধন হবে।

অষ্টম পথটি হলো সম্যক সমাধি। এর মাধ্যমে ব্যক্তির মুক্তি লাভ সম্ভব হয়। এই স্তরের মধ্যে দিয়ে ব্যক্তি তার জীবনের যাবতীয় দুঃখ-মুক্তি থেকে মুক্তি লাভ বা নির্বাণ লাভ করতে পারে।

এই আটটি পথ যে মেনে চলবে তার মনে কোনো রকম অসন্তোষ কখনোই প্রবেশ করতে পারবেনা। তার কারণ সে এখন অনেক স্থিতধী হয়েছে। তার বিচারবুদ্ধি এখন কাজ করে। ছায়ানটের উন্মত্ততা তাকে এখন আর উদ্বেলিত করবেনা। ফুটবল প্লেয়ার মেসিকে দর্শনের কোনো ইচ্ছেই তার হবেনা। কারণ সে উপলব্ধি করে এইসব ঘটনা জীবনে চলার পথে মূল্যহীন। রাজনৈতিক ঘটনাবলী তাকে প্রভাবিত করেনা, কারণ সে জানে দলীয় ভাবনায় অনুপ্রাণীত হয়েই ঘটছে এইসব ক্রিয়া কলাপ। এখন তার লক্ষ্য একটাই, সাঁতার কেটে লক্ষ্য পথে এগিয়ে যাওয়া। কারণ সে জানে এই পথটা তাকে নিজেকেই পেরুতে হবে। এক্ষেত্রে কারুর সাহায্য তার কাজে লাগবে না।

২০২৫-এর ভাষা মেলার আমন্ত্রণে ফেডারেশনের অংশগ্রহণ ও উপস্থাপনা

বিগত ৮-১০ ডিসেম্বর, ২০২৫ বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টার ও আসন্ন ভবনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অন্তর্গত ইনস্টিটিউট অফ ল্যাঙ্গুয়েজ স্টাডিজ অ্যান্ড রিসার্চ (আই.এল.এস.আর) কলকাতা এবং সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ (সি.আই.আই.এল) মাইসুরু'র সহযোগীতায় "ভাষা মেলা ২০২৫"-এর আয়োজন করা হয়। ভাষা মেলার বিষয় ছিল "ভাষার আশ্রয়ে অস্তিত্বে উন্মোচন"। ৮ ডিসেম্বর দুপুর ১২টায় বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে মেলার উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী অধ্যাপক ব্রাত্য বসু মহাশয়। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন বিশিষ্ট কবি ও পশ্চিমবঙ্গ কবিতা আকাদেমির সভাপতি মাননীয় অধ্যাপক সুবোধ সরকার।

বিশেষ সম্মানীয় অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয় শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের প্রধান সচিব শ্রী বিনোদ কুমার। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি এবং মাননীয় মন্ত্রী উভয়েই ভাষার বিভিন্নতা, বহুত্ববাদী সংস্কৃতি বিষয়ে আলোচনা করেন এবং বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠী সম্প্রদায়ের উপস্থাপনার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এই সভা প্রায় আঠারোটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, বিভিন্ন গবেষণা সংস্থার পরিচালক, অধ্যাপক, সাহিত্যিক ও বহু গুণী মানুষের সমাগমে মানুষের মহাসম্মেলনে পরিণত হয়।

উক্ত সভায় ঝাড়গ্রাম জেলার শ্রী ছত্রমোহন মহাতো মহাশয়কে কুড়মালি ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশের একাগ্র ও অক্লান্ত পথিক রূপে ভাষা-সম্মান পুরস্কার প্রদান করা হয়। এছাড়া উত্তর বাংলার লোকসংস্কৃতি, আদিবাসী ভাষা ও সাহিত্যচর্চার জন্য শ্রী প্রমোদ নাথ মহাশয়, সুন্দরবনের জনজীবন, প্রকৃতি, লোকসংস্কৃতি এবং প্রান্তিক মানুষের জীবনযন্ত্রণার কাহিনী বৃহত্তর সমাজ ও সাহিত্যে তুলে ধরার জন্য শ্রী নিরঞ্জন মন্ডল এবং শেরশাবাদিয়া সমাজ, সংস্কৃতি, ভাষা, ইতিহাস রক্ষণ ও বিকাশে ব্রতী অধ্যাপক আব্দুল অহাব মহাশয়কে ভাষা সম্মান অর্পন করা হয়। স্বল্প দৈর্ঘ্য ভিডিও (রিল) প্রতিযোগিতার পুরস্কারও এদিন প্রদান করা হয়। এই অনুষ্ঠানে শিক্ষা দর্পন পত্রিকার নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়। প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রী নির্মাল্য নারায়ণ চক্রবর্তী লিখিত "আমার ভাষা ভাষার আমি" বইটি এই অনুষ্ঠানেই প্রকাশিত হয়। উদ্বোধন অনুষ্ঠান সমাপ্ত হওয়ার পর মাননীয় মন্ত্রী আসন্ন ভবনে "বই মেলা"-র উদ্বোধন করেন।

৮ ডিসেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভাষা মেলার অনুষ্ঠান সমূহের স্থান ছিল আসন্ন ভবন। ৮ই ডিসেম্বর অপরাহ্ন থেকে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিশিষ্ট বক্তার বক্তৃতা, গবেষণা মূলক প্রবন্ধ উপস্থাপনা এবং বিভিন্ন ভাষা প্রতিনিধিদের উপস্থাপনা অন্তর্ভুক্ত ছিল। আটত্রিশটি ভাষার প্রতিনিধি তাদের নিজ নিজ ভাষার প্রতিনিধিত্ব করেন। এছাড়া তিনটি ভাষার সংগীত পরিবেশিত হয়।

৮ই ডিসেম্বর পালি, সাঁওতালি, কোরা, গারো, ভূমিজ, শরশাবাদিয়া, চাঁই, চিক্‌বরাইক, সেচ ও স্প্যানিশ ভাষার প্রতিনিধিদের উপস্থাপনা পরিবেশিত হয়। ৯ই ডিসেম্বর খারওয়ার, ধিমালা, কুড়মালি, বিবহোর, খেড়িয়া, সাদ্রি, কুরুখ, রাজবংশী, খোট্টা, নেপালি, চাটগাঁইয়া, টোটো, উর্দু, পারসিয়ান, আরবিক, মালপাহারিয়া এবং অসুর ভাষার প্রতিনিধিরা তাঁদের ভাষার উপস্থাপনা করেন এবং শেষ দিনে বেদিয়া, মাহালি, সংস্কৃত, মুন্ডারি, লোধা, লিম্বু, হো, রাভা, লেপচা, তামঙ এবং ডুক্‌পা ভাষার প্রতিনিধিদের

উপস্থাপনা ছিল। এই দিন ঝুমুর, উর্দু এবং ভাওইয়া সংগীত পরিবেশিত হয়।

ভাষা মেলার আয়োজক সংস্থা অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন অফ বেঙ্গলি বুদ্ধিস্টস-কে মেলায় অংশগ্রহনের জন্য আমন্ত্রণ জানায় এবং দুইজন প্রতিনিধিকে চাটগাঁইয়া ভাষা উপস্থাপনার জন্য প্রেরণ করতে বলেন। ফেডারেশন এই আমন্ত্রণ স্বীকার করে এবং শ্রীমতী সাধনা বড়ুয়া এবং অধ্যাপিকা মৈত্রিকা বড়ুয়া'কে চাটগাঁইয়া ভাষার প্রতিনিধি রূপে নির্বাচিত করে এবং মেলা কর্তৃপক্ষের কাছে তাদের অংশগ্রহনের কথা জানিয়ে দেয়। ৯ই ডিসেম্বর প্রতিনিধিদ্বয় সাফল্যের সাথে বাঙালি বৌদ্ধ তথা বড়ুয়া মঘদের ভাষা চাটগাঁইয়া ভাষা কথোপকথনের মাধ্যমে উক্ত অনুষ্ঠানে পরিবেশন করেন। সভার উপস্থিত বিশিষ্টজন এবং অন্যান্য ভাষার প্রতিনিধিগণ তাদের পরিবেশনার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

"ভাষা শহীদ দিবস" এবং "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস"

বিগত ২১শে ফেব্রুয়ারি ২০২৬ শনিবার সন্ধ্যায় ফেডারেশনের উদ্যোগে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হলো "ভাষা শহীদ দিবস"। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা শহরে বাংলাভাষার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির জন্য আন্দোলনরত ছাত্র-যুবদের উপরে গুলি বর্ষণ করা হয় এবং ৫-জন আন্দোলনকারী প্রাণ হারান। এই অমানবিক রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের প্রতিবাদে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে জনজাগরণ বিস্ফোরিত হয়। পরবর্তীতে যা ভাষাভিত্তিক এক নতুন রাষ্ট্রের জন্ম দেয়। বাংলাদেশের এই ভাষা শহীদদের প্রতি সম্মান জ্ঞাপন করা হয় "ভাষা শহীদ দিবস" পালনের মাধ্যমে। ২০০০ সালে রাষ্ট্রসংঘ এই দিনটিকে "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস" রূপে স্বীকৃতি দেয় এবং সেসময় থেকে সমগ্র বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষজন নিজ মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের সুযোগ লাভ করেছে।

বিগত বছরগুলোয় ন্যায় ফেডারেশনের আয়োজনে "ভাষা শহীদ দিবস" উদযাপনে আলোচনা, আবৃত্তি, সংগীত উপস্থাপিত হয়। অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয় মধ্যকলকাতাস্থ "ধর্মাধার শতবার্ষিকী ভবনের" সভাকক্ষে। এবারের আলোচনায় বিশেষ আলোচক ছিলেন সংগঠনের কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য শ্রীমতী রীতা বড়ুয়া। তাঁর বক্তৃতায় ভাষা শহীদদের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়। এ ব্যতীত ১৯৬১ সালে ১৯শে মে আসাম প্রদেশের শিলচর শহরে বাংলা ভাষার সরকারী স্বীকৃতির জন্য আন্দোলনরত জনগণের উপর পুলিশের গুলিবর্ষণ এবং এ কারণে নিহত শহীদদের প্রতিও বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদিত হয়। পরবর্তী পর্যায়ে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আবৃত্তি, গান ও নৃত্য পরিবেশন করেন সংগঠনের সদস্যরা ও তাদের পরিবারের সদস্যগণ। সভায় সভাপতিত্ব করেন ফেডারেশনের সভাপতি শ্রী দীপক কুমার চৌধুরী মহাশয়। সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন সহ-সম্পাদক শ্রীমতী সংগীতা বড়ুয়া। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সম্পাদক শ্রী নবারুণ বড়ুয়া। সমগ্র অনুষ্ঠানটি উপস্থিত সকল শ্রোতামন্ডলীর বিশেষ প্রশংসা লাভ করে।

২০তম আন্তর্জাতিক ত্রিপিটক পাঠ অনুষ্ঠিত

বিগত ২-১৩ই ডিসেম্বর ২০২৫ দশ দিন ব্যাপী ত্রিপিটক থেকে সূত্রাকারে বুদ্ধবাণী পাঠ অনুষ্ঠান পবিত্র বুদ্ধভূমি বুদ্ধগয়ার "মহাবোধি মহাবিহার" প্রাঙ্গনে সম্পন্ন হয়। আমেরিকা, থাইল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা, কাম্বোডিয়া, লাওস, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, মায়ানমার, নেপাল, বাংলাদেশ এবং ভারতের প্রায় কুড়ি হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষু/ভিক্ষুনী এবং উপাসক ও উপাসিকা এই সূত্রপাঠে অংশগ্রহণ করেন। এবারের আয়োজক দেশ ছিল ভারত এবং এদেশের সতেরোটি বৌদ্ধ সংস্থা সম্মিলিতভাবে আয়োজন ব্যবস্থার তদারকি করে। বিগত দুইদশক যাবৎ থেরবাদী বৌদ্ধদের সর্ববৃহৎ ত্রিপিটিক গ্রন্থ থেকে সূত্র পাঠের অনুষ্ঠান বুদ্ধগয়ায় আয়োজিত হচ্ছে। অনুষ্ঠানের যৌথ উদ্যোক্তা "লাইট অফ বুদ্ধ ধর্ম ফাউন্ডেশন ইন্টারন্যাশনাল" (LBDFI) এবং ইন্টারন্যাশনাল বুদ্ধিস্ট কনফেডারেশন (IBC)"।

২রা ডিসেম্বর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী পেমা খানডু, LBDFI এর ডাইরেক্টর শ্রীমতী ওয়াংমো ডিকসে। এ ব্যতীত বিভিন্ন দিনের প্রার্থনায় অংশগ্রহণ করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু, শ্রী নীতিন গডকড়ি প্রমুখ। সূত্র পাঠের নেতৃত্বে ছিলেন মহাবোধি ইন্টারন্যাশনাল মেডিটেশন সেন্টার লাদাখ-এর অধ্যক্ষ শ্রীমৎ সঙ্ঘসেনা মহাথের মহোদয়। IBC-র পক্ষ থেকে ডাইরেক্টর জেনারেল শ্রী অভিজিৎ হালদার সমগ্র অনুষ্ঠানের তদারকি করেন।

অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর লিখিত বার্তায় ব্যক্ত করা হয় যে—বুদ্ধের শিক্ষা সমগ্র বিশ্বকে মানবতার আহ্বান জানিয়ে মৈত্রী, অহিংসা এবং করুণার বাতাবরন সৃষ্টি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। তাঁর নিজের উপলব্ধিতে বুদ্ধবাণী মানুষে-মানুষে এবং এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের মধ্যে আধ্যাত্মিক এবং সাংস্কৃতিক বন্ধনে সহায়ক হয়ে ওঠে। ত্রিপিটকে যে বুদ্ধের মুখ নিঃসৃত উপদেশসমূহ লিপিবদ্ধ আছে তা পালি ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। ভারত সরকার এই প্রাচীন ভাষাকে নতুন ভাবে চর্চার জন্য পালিকে ধ্রুপদী ভাষা বা ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ স্বীকৃতি দিয়েছে।

আয়োজক সংস্থার পক্ষে ব্যক্ত করা হয় যে, এই দশদিনব্যাপী ত্রিপিটক সূত্রপাঠের মাধ্যমে বুদ্ধের শিক্ষার প্রচার, শান্তি ও সম্প্রীতির প্রতিষ্ঠা এবং বৌদ্ধ ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবন প্রতিষ্ঠা পাবে।

সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে অবমাননার প্রতিবাদে মহামিছিল

সম্প্রতি ভারতের মহামান্য উচ্চন্যায়ালয়ের মাননীয় প্রধান বিচারপতি শ্রী বি. আর. গাভাইয়ের এজলাসে শুনানি চলাকালীন এক আইনজীবী জুতো ছুড়ে মারার চেষ্টা করার প্রতিবাদে বিগত ১২ই অক্টোবর ২০২৫ কলকাতা মহানগরীতে বৌদ্ধ, মাতুয়া, রবিদাসিয়া, আম্বেদকরবাদী, মূলনিবাসী বহুজন প্রমুখ সংগঠনের উদ্যোগে এক বিশাল প্রতিবাদ মিছিল সংগঠিত হয়। শিয়ালদহ স্টেশন থেকে শুরু করে এই মিছিল মৌলালি এস.এন.ব্যানার্জী রোড, এসপ্লানেড হয়ে কলকাতা ময়দানস্থ বাবাসাহেব ড. বি.আর.আম্বেদকরের মূর্তির পাদদেশে শেষ হয়। সেখানে এক প্রতিবাদ সভায় সংগঠন সমূহের নেতৃত্ববর্গ ব্রাহ্মণ্যবাদী বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিবাদের আহ্বান জানান। এই সভায় ভারতের ন্যায় ব্যবস্থার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে, দেশের সংবিধানকে যথাযথ মর্যাদা জ্ঞাপনের আহ্বান জানানো হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য—মধ্যপ্রদেশের খাজুরাহো মন্দির চত্বরে 'ভগবান বিষ্ণু'র একটি জরাজীর্ণ ৭ ফুট লম্বা মূর্তির পুনর্নির্মানের আবেদন এর শুনানিতে প্রধান বিচারপতি আবেদনকারীদের বলেছিলেন— "এটি পুরোপুরি প্রচারের স্বার্থে করা মামলা। আপনি যান এবং দেবতাকে নিজেকেই কিছু করতে বলুন। আপনি যদি নিজেকে ভগবান বিষ্ণুর একনিষ্ঠ ভক্ত বলে দাবি করেন, তবে প্রার্থনা করুন এবং কিছুটা ধ্যান করুন।" মামলা খারিজ করে তিনি স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করেন যে, মূর্তির রক্ষণাবেক্ষনের দায়িত্ব আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার। সুতরাং এই সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

সম্ভবত প্রধান বিচারপতির এই রায়ে ক্ষুব্ধ উক্ত আইনজীবী এই অপ্রত্যাশিত আচরনের মাধ্যমে তাঁর ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ করেছেন। রাকেশ কিশোর নামক এই আইনজীবীকে এজলাসে উপস্থিত নিরাপত্তাকর্মীরা যখন বাইরে নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন, তিনি চিৎকার করে বলছিলেন, "সনাতন ধর্মের অপমান সহ্য করব না।"

প্রয়াত বাংলাদেশ সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার ত্রয়োদশ সংঘরাজ অগ্রমহাপণ্ডিত ড. জ্ঞানশ্রী মহাস্থবির মহোদয়

বিগত ১৩ই নভেম্বর ২০২৫ সন্ধ্যায় চট্টগ্রামে একশত বৎসর বয়সে প্রয়াণ হলো মহামান্য ত্রয়োদশ সংঘরাজ ড. জ্ঞানশ্রী মহাস্থবির মহোদয়। দীর্ঘ সাঙ্ঘিক জীবনে বসু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যে মানবিক কর্মের স্বাক্ষর তিনি উপস্থাপন করেছেন, তার স্বীকৃতি স্বরূপ দেশে-বিদেশে নানাবিধ সম্মানে তিনি বিভূষিত হয়েছেন।

১৯২৫ সালের ১৮ই নভেম্বর চট্টগ্রামের উত্তর গুজরা (ডোমখালি) গ্রামে এই সাঙ্ঘিক ব্যক্তিত্বের জন্ম। তাঁর পিতার নাম প্রেমলাল বড়ুয়া এবং মাতার নাম মেনকা বালা বড়ুয়া। তার গৃহী নাম ছিল লোকনাথ। পারিবারিক আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে ষষ্ঠ শ্রেণীতে তাঁর প্রথাগত শিক্ষা রুদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু পড়াশুনোর প্রতি অধীর আগ্রহ এবং সেবামূলক কার্যক্রমের প্রতি তাঁর অনুরাগ পরিলক্ষিত করে তাঁর মাতুল সারানন্দ শ্রমণ তাঁকে গৃহীজীবন পরিত্যাগ করে শ্রামন্য ধর্মে আনায়ণ করেন। মহান আচার্য কর্মযোগী গুণালংকার মহাস্থবিরের সান্নিধ্যে ১৯৪৪ সালে তিনি পারমার্থিক জীবনে প্রবেশ করেন। জ্ঞানশ্রী শ্রমণ নামে তিনি পরিচিত হন। পরবর্তীতে ১৯৪৯ সালে চামকা রাণীর সহায়তায় পরমপূজ্য সংঘরাজ সারমেধ মহাস্থবির কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাঙ্গুনীয়া রাঞ্জনগরে পন্ডিত প্রবর উপ-সংঘরাজ গুণলংকার মহাস্থবিরের উপাধ্যায়তে শ্রমণ জ্ঞানশ্রী উপসম্পদা প্রাপ্ত হন।

১৯৪৯ সাল থেকে ২০২৫ দীর্ঘ ৭৬ বৎসরের ভিক্ষু জীবনে তিনি চট্টগ্রামের পার্বত্য এবং সমতল অঞ্চলে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও শিক্ষার বিস্তারে এক দৃষ্টান্ত মূলক কর্মকান্ড সম্পাদন করেন। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, ১৯৬০ থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত জ্ঞানশ্রী মহাস্থবির পার্বত্য চট্টগ্রামের অঘোর অরণ্য দীঘিনালার বোয়ালখালী মায়ানী দশবল চাকমা রাজ বিহারে অবস্থান করেন এবং ১৯৭৫ সালে তাঁর অর্জিত সঞ্চয়ের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করেন "মনোঘর অনাথ আশ্রম"। আজও এই প্রতিষ্ঠান থেকে শতাধিক শিক্ষার্থী জীবনে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে।

১৯৭৬ সালে পূজনীয় ভান্তে সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। অতঃপর ১৯৭৫-১৯৮৮ সাল পর্যন্ত কদলপুর সুধর্মনন্দ বিহারে অবস্থান করে মহাসভার নেতৃত্ব প্রদানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করেন মহামন্ডল ধর্মীয় শিক্ষা পরিষদ, কদলপুর বাংলাদেশ ভিক্ষু প্রশিক্ষণ ও সাধনা কেন্দ্র, বিশ্বশান্তি প্যাগোডা, কর্ণফুলী নালন্দা জ্ঞানশ্রী শিশু সদন। এ ব্যতীত তাঁর ব্যক্তিগত আর্থিক অনুদানে প্রকাশিত হয় বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক প্রকাশনা "ধর্মারতন"।

১৯৮৭ সালে তাঁর গুরুদেবের নামে জোবরা গ্রামে প্রতিষ্ঠা করেন "গুণালংকার বৌদ্ধ অনাথ আশ্রম"। ১৯৯৫ সালে ঢাকাস্থ বিশ্বশান্তি প্যাগোডা নির্মাণে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। পরবর্তী সময়ে ১৯৯৭-২০০২ পশ্চিম বিনাজুরী শ্মশান বিহারে অবস্থানকালে তাঁর আর্থিক সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত হয় পশ্চিম বিনাজুরী উচ্চ-বিদ্যালয়।

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের আদিবাসী বৌদ্ধদের নবজাগরণে জ্ঞানশ্রী মহাস্থবিরের উজ্জ্বল ভূমিকা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এইস্থানের রংপুর এবং জয়পুরহাটে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন "উচাই সূর্যোদয় জ্ঞানশ্রী বৌদ্ধ বিহার" এবং "নুরপুর জ্ঞানশ্রী বৌদ্ধ বিহার" তথা অনাথ আশ্রম এবং উচ্চবিদ্যালয়।

পূজনীয় ভন্তে যে সকল গ্রামীন বিহারে অবস্থান করেছিলেন, সেখানকার জনমনে দানের চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছিলেন— মুষ্টি ভিক্ষার প্রচলন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। তাঁর এই বলিষ্ঠ প্রয়াস স্থানীয় মানুষজনের মধ্যে আত্মশক্তি প্রতিষ্ঠার প্রেরণাদান করেছিল।

২০২০ সালে শ্রীমৎ জ্ঞানশ্রী মহাস্থবির বাংলাদেশ সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার ত্রয়োদশ সংঘরাজ পদে নির্বাচিত হন। ২০০২ সাল থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সংঘরাজ ভান্তে চট্টগ্রাম শহরের প্রধান বিহার "নন্দনকানন বৌদ্ধ বিহার" এর অধ্যক্ষ পদে আসীন ছিলেন। তাঁর জীবনের সর্বশেষ কীর্তি ছিল ভিক্ষুসংঘ এবং গৃহীদের নিয়ে প্রতিষ্ঠিত "বাংলাদেশ বুদ্ধ শাসন কল্যাণ ট্রাস্ট"।

সদ্ধর্মের কল্যাণ সাধনে এবং বুদ্ধশাসন চিরস্থায়ী করবার সংকল্পে তিনি বহু শিষ্যকে উৎসাহিত করেছিলেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে কর্মবীর বিমলতিষ্য মহাস্থবির, কর্মবীর প্রজ্ঞানন্দ মহাথের এবং শিক্ষাবিদ ড. রতনশ্রী মহাস্থবিরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

দীর্ঘ সাঙ্ঘিক জীবনে জ্ঞানশ্রী মহাস্থবির স্বদেশে এবং বিদেশে নানাভাবে সম্মানিত হয়েছেন। ১৯৮১ সালে থাইল্যাণ্ড সরকার কর্তৃক তিনি "শাসন শোভন জ্ঞানভান্ডক" উপাধিতে ভূষিত হন। ২০০৭ সালে মায়ানমার সরকার তাকে "মহাসদ্ধর্মজ্যোতিকাধ্বজ" উপাধি প্রদান করে।

সমাজের অভূতপূর্ব কল্যাণমূলক কাজে সর্বদা সম্পৃক্ততা তথা সমাজের উন্নয়নের স্বীকৃতি স্বরূপ ২০২২ সালে গণপ্রজাতন্ত্র বাংলাদেশ সরকার সংঘরাজ জ্ঞানশ্রী মহাস্থবিরকে "একুশে পদক" দ্বারা সম্মানিত করে।

এ ব্যতীত ২০০৭ সালে থাইল্যান্ডের মহাচুল্লালংকরণ বিশ্ববিদ্যালয় সংঘরাজ ভন্তেকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদানের মাধ্যমে সম্মানিত করে।

অনাগত প্রজন্মের প্রতি সংঘরাজ ভন্তের প্রেরণাদায়ী বক্তব্য— "শুধু বলি বুদ্ধ নির্দেশিত পথ পরিক্রমা করে শীলানুভাবে পরিশীলিত জীবন চালিত করলে আত্মহিত-পরহিত এবং সমাজ গগনে মঙ্গল সাধিত হবে।"

আমরা ভাগ্যবান এই কারণে যে, বিভিন্ন সময়ে, নানাবিধ ধর্মীয় কার্যক্রমে আমরা ভারতীয় বাংলাভাষী বৌদ্ধরা সংঘরাজ ড. জ্ঞানশ্রী মহাস্থবিরের আশীর্বাদ লাভ করার সুযোগ পেয়েছি। অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন অফ বেঙ্গলি বুদ্ধিস্টস বিগত ১৩ই ডিসেম্বর ২০২৫ "গুরুপ্রণাম" অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রয়াত সংঘরাজ জ্ঞানশ্রী মহাস্থবিরের উদ্দেশ্যে এক বৈকালিক সংঘদান এবং স্মরণসভা আয়োজন করেছিল। উক্ত সভায় মাননীয় ভিক্ষু সংঘকে দানপর্ব প্রদানের পরবর্তীতে স্মরণ সভায় বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট সাঙ্ঘিক ব্যক্তিত্ব শ্রীমৎ সুনন্দপ্রিয় মহাস্থবির, সংঘরাজ শ্রীমৎ দিকপাল মহাস্থবির, উপসংঘরাজ তথা জ্ঞানশ্রী মহাস্থবির মহোদয়ের উপযুক্ত শিষ্য ড. রতনশ্রী মহাস্থবির, বিদর্শনাচার্য শ্রীমৎ বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবির, ভারতীয় সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার সম্পাদক শ্রীমৎ আনন্দ মহাস্থবির প্রমুখ।

আমাদের আবেদন

(ক) বুদ্ধ পূর্ণিমাকে N. I. Act -এর আওতাভুক্ত জাতীয় ছুটি হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করুক।

(খ) পশ্চিমবঙ্গে উৎখনিত বৌদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান সমূহের উৎখনন কার্য পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হউক "Archaeological Survey of India"-কে।

(গ) সরকারকৃত জনগণনায় পশ্চিমবঙ্গে বৌদ্ধ জনগণের সঠিক পরিসংখ্যান প্রতিফলিত হয়নি। আমাদের আবেদন আগামী জনগণনায়, বাঙালি বৌদ্ধদের সঠিক ধর্মীয় পরিচয় ও 'মঘ' উপজাতি পরিচয় নথিবদ্ধ করা হউক।

(ঘ) বিহার সরকারের "The Bodh Gaya Temple Act"—1949 অবিলম্বে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হউক এবং 'মহাবোধি মহাবিহার' বুদ্ধ বিহারের পরিচালনাভার বৌদ্ধদের উপর ন্যস্ত হউক, তথা Management Committee-র Chairman বৌদ্ধদের মধ্যে হতে নির্বাচিত করা হউক।

(ঙ) পশ্চিমবঙ্গে বাংলাভাষী বৌদ্ধদের 'তপশিলী উপজাতি' (ST-Magh) শংসাপত্র প্রদানে সরকারি কর্মী দ্বারা অযথা হয়রানি বন্ধ হউক এবং শংসাপত্র প্রদান প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হউক।

(চ) সংখ্যালঘুদের জন্য কল্যাণমূলক সরকারি উদ্যোগে বৌদ্ধদের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি/সমস্যাগুলি গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করা হউক।

অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন অফ বেঙ্গলি বুদ্ধিস্টস এর স্বর্ণজয়ন্তী বর্ষ উদযাপন

যে কোন সংগঠনের পঞ্চাশ বৎসরব্যাপী নিরবিচ্ছিন্নভাবে কার্যকরী ভূমিকা প্রতিপালন করা গৌরবজনক। এক্ষেত্রে অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন অফ বেঙ্গলি বুদ্ধিস্টস এই কৃতিত্ব দাবি করতে পারে যে, প্রতিষ্ঠা লগ্নের সময় থেকে সমাজ গঠন এবং সামাজিক দায়িত্ব পালন করার জন্য ধারাবাহিকতা বজায় রেখে সংস্থা উজ্জ্বলভূমিকা পালন করেছে। বিগত শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময় থেকে স্বাধীন ভারতে অবস্থানকারী বাংলাভাষী বৌদ্ধরা যখন চট্টগ্রামের স্বভূমি থেকে বিচ্যুত হয়ে আপন সংস্কৃতি-কৃষ্টি চর্চার সংকটের সম্মুখীন হচ্ছিল, সে সময় কিছু সমাজ সচেতন মানুষ নতুন স্বপ্ন দেখার প্রত্যাশায় পারস্পরিক বোঝাপড়ার ক্ষেত্র রচনা করতে প্রয়াসী হন। তারই ফলশ্রুতিতে ১৯৭৩ সালে ডিসেম্বর ২৩-২৫ তিনদিনের একটি সর্বভারতীয় বৌদ্ধ সম্মেলন আয়োজিত হয় এবং এই সম্মেলনের মাধ্যমে অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন অফ বেঙ্গলি বুদ্ধিস্টস এর প্রতিষ্ঠা, যদিও বা পশ্চিমবঙ্গ সোসাইটি নিবন্ধীকরণ আইনে ১৯৭৫ সালে এই সংগঠন নিবন্ধীকৃত হয়।

ফেডারেশনের যাত্রাপথ পঞ্চাশ বছর পূর্ণতা পেল ২০২৫ সালে। এই দীর্ঘ পরিক্রমাকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করার উদ্দেশ্যে বিগত ২রা নভেম্বর ২০২৫ বুদ্ধগয়াস্থ 'ইন্টারন্যাশনাল মেডিটেশন সেন্টার'-এ সারাদিন ব্যাপী অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছিল। উক্ত দিন সকাল বেলায় 'ইন্টারন্যাশনাল মেডিটেশন সেন্টার' থেকে 'মহাবোধি মহাবিহার' পর্যন্ত এক মৈত্রী শোভাযাত্রায় শতাধিক মানুষ অংশগ্রহণ করেন। অতঃপর মহাবোধি মহাবিহার প্রাঙ্গনে এক প্রার্থনা সভা আয়োজিত হয়। সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠানটি সংগঠিত হয় 'ইন্টারন্যাশনাল মেডিটেশন সেন্টার'-এর সভাকক্ষে। অনুষ্ঠানের শুরুতে পঞ্চশীল প্রদান করেন সঙ্ঘরাজ শ্রীমৎ দিকপাল মহাস্থবির মহোদয়। পরবর্তীতে আলোচনা সভায় স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক। ভারতীয় সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার সভাপতি ড. কচ্চায়ণ মহাস্থবির, আন্তর্জাতিক সাধনা কেন্দ্রের সভাপতি শ্রীমৎ আনন্দ মহাস্থবির, বৌদ্ধ কল্যাণ পরিষেবার সাধারণ সম্পাদক শ্রী বিজয় বড়ুয়া, ইউনাইটেড বুদ্ধিস্ট ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন এর পক্ষে ড. তাপস বড়ুয়া, বৌদ্ধ ধর্মাংকুর সভা অফ ইন্ডিয়া'র পক্ষে সহ সম্পাদক ড. সুমিত কুমার বড়ুয়া প্রমুখ আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করে ফেডারেশনের দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর যাবৎ নানাবিধ কার্যক্রম সমাজকে যেভাবে সমৃদ্ধ করেছে সেকথা ব্যক্ত করেন। সভার সভাপতি তথা ফেডারেশনের সহ-সভাপতি শ্রী আশিস বড়ুয়া মহাশয় তাঁর বক্তব্যে ফেডারেশনের নিরবিচ্ছিন্নভাবে সামাজিক দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকারকে সকলের কাছে দৃষ্টান্ত স্বরূপ রূপে ব্যক্ত করেন। পশ্চিমবঙ্গে অবস্থানরত বড়ুয়া সম্প্রদায়ের সাংবিধানিক অধিকারে 'মঘ উপজাতি' রূপে স্বীকৃতি প্রাপ্তিতে এই সংগঠনের অবদান অবিস্মরণীয়। এ ব্যতীত পূর্বভারতে বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান সমূহের রক্ষণাবেক্ষণ এবং উৎখনন কার্য ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে সরকারি সংস্থা সমূহের যথার্থ ভূমিকা পালনে ফেডারেশনের ভূমিকা প্রশংসনীয়।

সাধারণ সম্পাদক সকলকে জ্ঞাত করেন যে আগামী এক বৎসর কাল ফেডারেশন নানাবিধ কর্মযজ্ঞের মাধ্যমে এই স্বর্ণজয়ন্তীকে স্মরণীয় করে তুলবে। জয়ন্তী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি পর্বটি কলকাতায় উদযাপিত হবে ২০২৬ সালে।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। আবৃত্তি-গানে-নাচে এবং শ্রুতি নাটকের মাধ্যমে ফেডারেশনের সদস্যদের দ্বারা পরিবেশিত অনুষ্ঠানটি উপস্থিত দর্শকমন্ডলী দ্বারা প্রশংসিত হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি উপস্থাপন করেন ফেডারেশনের সম্পাদক শ্রী নবারুণ বড়ুয়া এবং সাধারণ পরিষদের সদস্য শ্রীমতী সাধনা বড়ুয়া।

আমেরিকায় বৌদ্ধ ভিক্ষুদের পদযাত্রা

"Walk for Peace"

পশ্চিম দুনিয়ার বিস্তীর্ণ ভূমিকে আলোড়িত করে সম্প্রতি আমেরিকার টেক্সাসের ফোর্ট ওয়ার্থ থেকে ওয়াশিংটন ডি.সি. পর্যন্ত প্রায় ২৩০০ মাইলের এক দীর্ঘ পথচলার পরিসমাপ্তি হল। চব্বিশজন বৌদ্ধ ভিক্ষুর সঙ্গে একটি উদ্ধারকৃত কুকুর বিগত মধ্য অক্টোবর ২০২৫-এ শুরু করেছিল এই পদযাত্রা। Huong Dao Vipassana Fort Worth, Texas এর সহ-সভাপতি ভিক্ষু পান্নাকার ছিলেন এই দলের নেতা। শান্তি, করুণা, মৈত্রী ও সম্প্রীতির বার্তাবহন করে সমগ্র আমেরিকার জনগণের জন্য এ ছিল এক অনুপ্রেরণার রূপকথাসম।

ভিক্ষুদের এই পদযাত্রা কেবলমাত্র কায়িক কষ্ট নয়, উপরন্তু আধ্যাত্মিক সাধনার এক অনন্য উদাহরণ। ভিক্ষুরা বৌদ্ধ পরম্পরানুসারে কেবলমাত্র একবেলা আহার গ্রহণ করে, খোলা আকাশের নীচে রাত্রিযাপন এবং ধ্যান ও প্রার্থনায় নিমগ্ন ছিলেন। প্রায় ১২০ দিনের যাত্রাপথে তাঁরা ১০টি প্রদেশ অতিক্রম করেন। পথ ছিল প্রতিকূল, দুর্গম এবং বরফাবৃত। পথে তাঁরা বিভিন্ন শহর, গ্রামের নানা সম্প্রদায়ের মানুষের সাথে মিলিত হয়ে, ধ্যানের শিক্ষা প্রদান করেন, শান্তি-মানবতা-করুণায় সম্পৃক্ত বুদ্ধের সার্বজনীন শিক্ষা প্রচার-প্রসারে ব্রতী হন। হাজার হাজার মানুষ তাঁদের স্বাগত জানায় ফুল, পানীয়, খাবার প্রদান করে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তাঁদের শান্তির বাণী বহন করে পদযাত্রাকে, এক অভিনব নীরব বিপ্লব হিসাবে উল্লেখিত করেছে।

এই শান্তির যাত্রায় বড় অঘটন ঘটেছে ১৯শে নভেম্বর ২০২৫-এ যখন, টেক্সাসের ডেটন শহরের কাছে ইউ.এস.হাইওয়ে ৯০-এ এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। ভিক্ষুরা রাস্তার পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময়, তাদের পিছনে থাকা এসকর্ট গাড়িটিকে একটা পিকআপ ট্রাক পিছন থেকে হঠাৎ ধাক্কা দেয়, যার ফলে গাড়িটি ভিক্ষুদের দিয়ে এগিয়ে যায়। এতে দুজন ভিক্ষু আহত হন—একজন গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হয়। ভিক্ষু ফ্রা আজ্ঞান মহাদাম ফোম্মাসান এর পায়ে আঘাত। এতটাই গুরুতর ছিল যে, অপারেশনের মাধ্যমে তাঁর একটি পা বাদ দিতে হয়।

এই দুর্ঘটনা সত্ত্বেও ভিক্ষু মহাদাম কারও প্রতি কোন প্রকার ক্ষোভ বা ক্রোধ প্রকাশ করেন নি। তিনি ট্রাকের চালকের প্রতি ক্ষমা ও করুণা প্রকাশ করে এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে বলেন— "শান্তি, ভালোবাসা, করুণা, সম্প্রীতি ও দয়ার বার্তা ছড়িয়ে দিতে যদি একটি পা হারানোও লাগে, তবে সেই ত্যাগ আমি আনন্দের সঙ্গেই গ্রহণ করি।" এই দুর্ঘটনা তাঁর অন্তরে মৃত্যুভয় জাগিয়েছিল, কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মের শিক্ষা অনুসারে তিনি সব পরিস্থিতি স্বীকার করে নিয়েছেন। এই ঘটনার পর থেকে পদযাত্রাটি আরও বেশি করে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিভিন্ন শহরের পুলিশ বিভাগ ভিক্ষুদের নিরাপত্তা জোরদার করতে এসকর্ট দেয়, যান নিয়ন্ত্রণ করে এবং তাঁদের পথ-নির্দেশনা

বিবাহ যোগাযোগ কেন্দ্র

বাঙালি বৌদ্ধ পাত্র-পাত্রী'র জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য
ও ছবি দিয়ে নাম নথিভুক্ত করুন।

যোগাযোগের সময় ঃ প্রতি শনিবার বিকেল ৪টে থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত।

ঃ স্থান ঃ

৫০আর/১এ, পণ্ডিত ধর্মাধার সরণী (পটারি রোড),
কলকাতা-৭০০০১৫

বিশেষ প্রয়োজনে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

দূরভাষ ঃ ৯৪৩৩৪৯৩৪৪৭

ইমেল করতে পারেন ঃ federation1973@gmail.com

দিয়ে সহায়তা করে। বিশেষত জর্জিয়া এবং অন্যান্য রাজ্যের পুলিশ কর্তারা ভিক্ষুদের প্রতি সম্মান ও সংহতির নিদর্শন স্বরূপ তাঁদের হাতে অফিসিয়াল পিন ও ব্যাজ তুলে দেয়। এগুলি শান্তি ও করুণার বার্তার প্রতি স্থানীয় প্রশাসনের সমর্থনের প্রতীক হয়ে ওঠে। শ্রদ্ধেয় ভিক্ষু পান্নাকারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ স্বরূপ আগ্রহ ভরে এই ব্যাজ ও পিন তাঁর চীবরে পরে নেন। তিনি বলেন— 'যে সকল আইনরক্ষাকারীগণ আমাদের সুরক্ষা দিয়েছেন, আন্তরিকতা ও দয়া প্রদর্শন করেছেন— তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই"। এই সহায়তা পথযাত্রাকে শক্তি যুগিয়েছে।

ভিক্ষু মহাদাম জর্জিয়ার স্নেলভিলে, তাঁর বিহারে উপস্থিত হয়ে দলের সঙ্গে পুনর্মিলিত হয়েছেন। ১০ই ফেব্রুয়ারী ২০২৬-এ ওয়াশিংটন ডিসিতে এই পদযাত্রার শেষে যে জনসমাবেশ হয় তাতে সকল সুধীজন সম্মিলিতভাবে এই মত প্রকাশ করেন যে— এই হৃদয়স্পর্শী পদযাত্রা এক শান্তিময় পরিবেশ সৃষ্টি করবে সমগ্র পৃথিবী জুড়ে। এই বিশ্বাস দীর্ঘায়িত হোক, চিরস্থায়ী হোক।

বুদ্ধের অস্থি প্রদর্শিত হলো রাশিয়ার কাল্মিকিয়া প্রজাতন্ত্রে

ভারতের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এবং আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ কনফেডারেশন, জাতীয় জাদুঘর (নয়াদিল্লী) ও ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় কলা কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে বুদ্ধের পবিত্র অস্থি (দেহাবশেষ) প্রথমবার রাশিয়ার কাল্মিকিয়া প্রজাতন্ত্রের রাজধানী এলিস্টিয়ায় প্রদর্শিত ও পূজিত হলো বিগত ২৪-২৮ অক্টোবর ২০২৫।

ভারতের একটি উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধি দল যার মধ্যে বরিষ্ঠ বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ এবং উত্তর প্রদেশের উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রী কেশব প্রসাদ মৌর্য এই পবিত্র অস্থি নিয়ে রাশিয়ায় গিয়েছিলেন ভারতীয় বিমান বাহিনীর বিশেষ বিমানে সম্পূর্ণ ধর্মীয় প্রটোকল অনুসরণ করে।

ইউরোপের একমাত্র বৌদ্ধ প্রজাতন্ত্র কাল্মিকিয়ার রাজধানী এলিস্টিয়ের "গেদেন শেভদুপ চৈকর লিং বিহার' (গোল্ডেন অ্যারোড অব শাক্যমুনি বুদ্ধ) প্রাঙ্গনে এই অস্থি সর্বসাধারণের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য প্রদর্শিত হয়। এইস্থানে আয়োজিত আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ ফোরামে দুটি গুরুত্বপূর্ণ স্মারক স্বাক্ষরিত হয়— একটি রুশ বৌদ্ধ কেন্দ্রীয় আধ্যাত্মিক প্রশাসন এবং আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ কনফেডারেশনের মধ্যে এবং অপরটি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আধ্যাত্মিক এবং বৌদ্ধ চর্চা বিষয়ে সহযোগিতার জন্য। এ ব্যতীত বুদ্ধের জীবনের "চারটি মহান ঘটনা"কে কেন্দ্র করে তিনটি শিল্পকলার প্রদর্শনীও আয়োজিত হয়।

এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে ভারত-রাশিয়ার সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ও আধ্যাত্মিক বন্ধন আরও গভীর হলো বলে বিশেষজ্ঞরা মন্তব্য করেছেন। অপরদিকে কাল্মিক জনগণ যারা মঙ্গোলিয় বংশভূত এবং তিব্বতি বুদ্ধচর্চায় সমৃদ্ধ তাঁদের কাছে বুদ্ধের "পবিত্র অস্থি দর্শণ" ঐতিহাসিক প্রত্যাবর্তন হিসাবে বিবেচিত হলো।

'অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন অফ বেঙ্গলি বুদ্ধিস্টস' সংগঠনের পক্ষ থেকে সকলের কাছে আমাদের আন্তরিক আবেদন পত্রিকার এই প্রকাশনা তহবিলে আর্থিক অনুদান দিয়ে সাহায্য করুন।

A/C Name :
All India Federation of Bengali Buddhists
A/c No. : 1209590472
IFSC Code : CBIN0281055
Bank Name : Central Bank of India
Branch Name : Entally
UPI ID : 11681484@cbin

"আমাদের কন্যা"

১। **পাত্রী :** হাওড়া নিবাসী, মাধ্যমিক, উচ্চতা-৫'১", সঙ্গীতে পারদর্শী। দূরভাষ : 8420340686।
২। **পাত্রী :** সুকান্ত পল্লী নিবাসী, বি.এ., বয়স-৪২, উচ্চতা-৫'৩", রং ফর্সা, দূরভাষ : 9433806800।
৩। **পাত্রী :** বয়স ২৮, উচ্চতা-৫'৫", যোগ্যতা, বি.কম., দুর্গাপুর নিবাসী। দূরভাষ : 9800678720।
৪। **পাত্রী :** শ্যামনগর নিবাসী, স্নাতক, বয়স-৩০, উচ্চতা-৫', দূরভাষ : 9748053414।
৫। **পাত্রী :** B.Sc, উচ্চতা-৫'৪", বয়স-২৯, ইছাপুর, দূরভাষ : 9433242569।
৬। **পাত্রী :** কলকাতা নিবাসী M.Sc., বয়স-২৬, উচ্চতা-৫'৪", দূরভাষ : 9231385090।
৭। **পাত্রী :** বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত, বর্তমানে US নাগরিক। USA-তে শিক্ষিতা এবং কর্মরতা Software Engineer, বয়স-২৮। USA-তে বসবাসকারী বা বসবাসে ইচ্ছুক ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার বা সমতুল্য পাত্র কাম্য। যোগাযোগে ই-মেইল evns5223@gmail.com
৮। **পাত্রী :** রিষড়া নিবাসী, বয়স-৩২, উচ্চতা-৫'৪", দূরভাষ : 9830504664।
৯। **পাত্রী :** দিল্লী নিবাসী, MBA, বয়স-৩৪, উচ্চতা-৫'৭", বর্তমানে দেরাদুনে কর্মরতা, Asst. Professor, দূরভাষ : 9871291030, 9958659166, ই-মেইল- pbarua16@gmail.com
১০। **পাত্রী :** বেলঘরিয়া নিবাসী, B.A. (C.U.) বেসরকারি সংস্থায় কর্মরতা, বয়স-২৭, উচ্চতা-৫', দূরভাষ : 8240615036 / 9681748473.
১১। **পাত্রী :** গড়িয়া নিবাসী, MBBS-MD পাঠরত, বয়স-৩৩, উচ্চতা-৫'৩", দূরভাষ : 7980895909.
১২। **পাত্রী :** হায়দ্রাবাদ নিবাসী, B.Com পাঠরত, বয়স-২২, উচ্চতা-৫'৪", দূরভাষ : 7439472536.
১৩। **পাত্রী :** দুর্গানগর (কলকাতা) নিবাসী, B.Sc. (Hons.), বয়স-২৬, উচ্চতা-৫'৪", W.B. Police-এ কর্মরতা। দূরভাষ : 8582967487; 9883361406.
১৪। **পাত্রী :** রাউরকেল্লা নিবাসী, M.A(Eng.), বয়স-৩০, উচ্চতা-৫'৬", দূরভাষ : 7847079849.

"আমাদের পুত্র"

১। **পাত্র :** গড়িয়া নিবাসী, MBA পাশ, কলকাতায় বেরসকারি সংস্থার Asst. Manager বয়স-৩৫, উচ্চতা-৫'৩", দূরভাষ : 8334870803।
২। **পাত্র :** কলকাতা নিবাসী, B.E (Civil), বয়স-৩০, উচ্চতা-৫'৪", কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টে কর্মরত, দূরভাষ : 9874639662।
৩। **পাত্র :** দিল্লী নিবাসী, ITI পাশ, বেসরকারি-সংস্থায় কর্মরত, বয়স-৩৫, উচ্চতা-৫'২", দূরভাষ : 7982933124 / 9013287256।
৪। **পাত্র :** শিলিগুড়ি নিবাসী, B.Com (H), সরকারি চাকুরী, বয়স-৩০, উচ্চতা-৫'৯", দূরভাষ : 9832093979।
৫। **পাত্র :** ইছাপুর নিবাসী, B.E. (শিবপুর), Asst. Manager NTPC, বয়স-২৯, উচ্চতা-৬', দূরভাষ : 8902051061।
৬। **পাত্র :** বেহালা নিবাসী, বয়স-৩০, উচ্চতা-৫'১০", উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ, S.E.Railway-তে কর্মরত, দূরভাষ : 9051629857, 9433572917।
৭। **পাত্র :** দমদম ক্যান্টনমেন্ট নিবাসী, MBA, বেসরকারী সংস্থার ম্যানেজার, বয়স-৪০, উচ্চতা-৫'৪", দূরভাষ : 8910630912।
৮। **পাত্র :** চেন্নাই নিবাসী, MA, স্কুলে নৃত্য শিক্ষক, বয়স-৪২, উচ্চতা-৫'৮", বাড়ি-কালনা (পূর্ব বর্ধমান), দূরভাষ- 94749 18883।
৯। **পাত্র :** জামসেদপুর নিবাসী, MBA, বেসরকারী সংস্থার ম্যানেজার, বয়স-৩০, উচ্চতা-৫'৮", দূরভাষ : 7783079238।
১০। **পাত্র :** চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ তথা কানাডার স্থায়ী নাগরিক, Economics Masters & MBA, Financial Co. চাকুরীরত, সুশ্রী লম্বা ও উচ্চশিক্ষিত পাত্রী কাম্য, বয়স-৩০, দূরভাষ : 8420236669, E-mail : bbarua25@gmail.com।
১১। **পাত্র :** ব্যাঙ্গালোরে কর্মরত SBI অফিসার, বয়স-৩৭, উচ্চতা-৬'১", দূরভাষ : 8789954206।
১২। **পাত্র :** কানাডার নাগরিক, PG (Global Magmt–Canada) MBA (India), চাকুরীরত, বয়স-৪১, উচ্চতা-৫'১১", দূরভাষ : 9871291030, 9958659166।
১৩। **পাত্র :** আলিপুরদুয়ার নিবাসী, বি.এ. পাশ; বয়স-৩৪, বর্তমানে কলকাতায় বেসরকারী সংস্থায় কর্মরত, উচ্চতা-৫'৬", দূরভাষ : 9832342598।
১৪। **পাত্র :** জামসেদপুর নিবাসী ব্যাঙ্গালোরে কর্মরত, Software Engg. (B.Tech.–CSE), বয়স-২৮, উচ্চতা-৫'৯", দূরভাষ : 9334441506।
১৫। **পাত্র :** নাগপুর নিবাসী মুম্বাইতে কর্মরত, B.E. (Mechanical Engg.), বয়স-৩২, উচ্চতা-৬', দূরভাষ : 9881512389/7219079409।
১৬। **পাত্র :** বেহালা নিবাসী, B.Sc., বয়স-২৮, উচ্চতা-৫'৯", রাজ্য সরকার চাকুরী, দূরভাষ : 9836919860।
১৭। **পাত্র :** চেন্নাইতে কর্মরত। বয়স-৩১, উচ্চতা-৫'৮", B.Tech। দূরভাষ : 9836902078।
১৮। **পাত্র :** মুম্বাই নিবাসী, M.Com(A)। বয়স-৩০, উচ্চতা-৫'৬", বেসরকারী সংস্থায় কর্মরত। দূরভাষ : 9987547842, 9892182725।
১৯। **পাত্র :** কেন্দ্রীয় সরকার অধিনস্থ সংস্থায় কর্মরত, বয়স-৩৬, B.E.(J.U.), দূরভাষ : 9433534316।

প্রয়াত ক্যাপ্টেন ক্ষিতীশ রঞ্জন বড়ুয়া

বিগত ৯ই জানুয়ারি ২০২৬ সকাল সাড়ে সাতটায় স্বল্পকালীন রোগভোগের পর ইহলোক ত্যাগ করলেন অল ইণ্ডিয়া ফেডারেশন অফ বেঙ্গলি বুদ্ধিস্টস-এর পূর্বতন সাধারণ সম্পাদক ক্যাপ্টেন ক্ষিতীশ রঞ্জন বড়ুয়া। প্রয়ান কালে তাঁর বয়স হয়েছিল একানব্বই বছর। বিগত শতাব্দীর আটের দশক থেকে ক্যাপ্টেন বড়ুয়া ফেডারেশনের সঙ্গে যুক্ত হন। সংগঠনের নানা কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা তিনি পালন করেছিলেন। বাংলাভাষী বৌদ্ধদের সাংবিধানিক অধিকার অর্জনের সংগ্রামে তিনি সহযোগীদের নেতৃত্বে সঙ্গে নিয়ে নিরবিচ্ছিন্নভাবে প্রয়াসী হয়েছিলেন ১৯৮৭-১৯৯০ সালে। এই সময়কার ফেডারেশন এর সভাপতি ড. ব্রহ্মান্ড প্রতাপ বড়ুয়া, সাধারণ সম্পাদক শ্রী প্রমথেশ বড়ুয়া সহ-সভাপতি শ্রী রথীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া এবং কোষাধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন ক্ষিতীশ রঞ্জন বড়ুয়া সহ অন্যান্য নেতৃবর্গ রাজ্য সরকারের আধিকারিক বৃন্দ তথা সরকার স্বীকৃত নৃতাত্ত্বিকদের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে বৌদ্ধদের সাংবিধানিক অধিকার তথা সংরক্ষনের বিষয়ে দরবার করেন। একই সময়ে নয়াদিল্লীতে ফেডারেশনের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সংস্থা সমূহে তথা 'ন্যাশনাল আর্কাইভ' সংস্থায় যোগাযোগ স্থাপনে সহ-সভাপতি শ্রী জয়দত্ত বড়ুয়া উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। যার ফলশ্রুতিতে ১৯৮৯-৯০ সাল থেকে বাংলাভাষী বৌদ্ধরা পশ্চিমবঙ্গে তফশিলী উপজাতি হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। পরবর্তী সময়ে ১৯৯৭, ১৯৯৯ এবং ২০০২ সালে বৌদ্ধদের এই অধিকার হরণের উদ্দেশ্যে আইনি জটিলতা সৃষ্ট হয়। এসময়ে ফেডারেশন পুনরায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ন্যাশনাল কমিশন ফর সিডিউল কাস্ট এন্ড সিডিউল ট্রাইব এবং কলকাতা হাইকোর্টে পর্য্যায়ক্রমে সংগ্রামরত থাকে। দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর ২০০২ সালে কলকাতা হাইকোর্টের রায়ের মাধ্যমে বাঙালী বৌদ্ধদের সংরক্ষণ প্রাপ্তি নিশ্চয়তা লাভ করে। এই দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ে ক্যাপ্টেন ক্ষিতীশ রঞ্জন বড়ুয়া মহাশয় অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সমন্বয় রক্ষা করে এক বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর এই অবদান সমাজ কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করে। শ্রী প্রমথেশ বড়ুয়া প্রয়াত হলে ক্যাপ্টেন ক্ষিতীশ রঞ্জন বড়ুয়া মহাশয় অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন অফ বেঙ্গলি বুদ্ধিস্টস এর সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। সভাপতি ড. ব্রহ্মাণ্ড প্রতাপ বড়ুয়া এবং সাধারণ সম্পাদক ক্যাপ্টেন বড়ুয়ার যৌথ নেতৃত্বে ২০০৬ সালে ফেডারেশন এক আন্তর্জাতিক সেমিনার আয়োজন করে। মহাবোধি সোসাইটির সভা কক্ষে দেশী-বিদেশী অধ্যাপক, গবেষক এবং বৌদ্ধ পন্ডিতরা এই সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। 'Buddhism in Bengal' শিরনামে সেমিনার এর সংগৃহীত লেখনীর এক অনবদ্য প্রকাশনা ফেডারেশন কর্তৃক মুদ্রিত হয়। 'বাংলায় বৌদ্ধধর্ম' নামাঙ্কিত প্রকাশনাটি সুধী সমাজে বহু প্রশংসা লাভ করে এবং বহু নবীন গবেষকদের কাছে সহায়ক পুস্তকরূপে স্বীকৃত হয়। পরবর্তী সময়ে ক্যাপ্টেন ক্ষিতীশ রঞ্জন বড়ুয়া মহাশয় ফেডারেশনের সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি ছিলেন সংগঠনের অন্যতম বরিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক।

ব্যক্তিগত জীবনে ক্যাপ্টেন বড়ুয়া ছিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর অফিসার। বহু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তিনি পেশাদারী জীবনে পালন করেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল Indian Peace Keeping Force এর সদস্য হিসাবে তিনি গৃহযুদ্ধ বিধ্বস্ত শ্রীলঙ্কায় শান্তি স্থাপনের জন্য জাফনা এলাকায় ১৯৮৭-৮৮ সালে অবস্থানরত ছিলেন। সে সময়কার নানাবিধ রোমহর্ষক ঘটনার বিবরণ তাঁর কাছ থেকে ফেডারেশনের সদস্যরা শ্রুত হন এবং দেশমাতৃকার প্রতি ভারতীয় সৈন্যদের অসীম শ্রদ্ধার প্রতি অবগত হন।

ক্যাপ্টেন বড়ুয়ার স্ত্রী শ্রীমতী শ্বেতা বড়ুয়া দুই বছর পূর্বে ইহকাল ত্যাগ করেছেন। তাঁদের দুই কন্যা এবং এক পুত্র নানাভাবে সমাজকে সমৃদ্ধ করছে। তাঁর পুত্র শ্রী জয়ন্ত বড়ুয়া মহাশয় ভারত সরকারের ইনকাম ট্যাক্স দপ্তরের বরিষ্ঠ আধিকারীক হিসাবে কর্মক্ষেত্রে সুনাম অর্জন করেছেন এবং নানাবিধ ব্যস্ততার মধ্যেও ফেডারেশনের কর্মসমিতির দায়িত্ব পালন করে চলেছেন।

বিগত ২৬শে জানুয়ারী ২০২৬ অল ইণ্ডিয়া ফেডারেশন অফ বেঙ্গলি বুদ্ধিস্টস-এর পক্ষ থেকে ক্যাপ্টেন ক্ষিতীশ রঞ্জন বড়ুয়ার উদ্দেশ্যে এক স্মরণ সভা আয়োজন করা হয় "ধর্মাধার শতবার্ষিকী ভবনের" সভা কক্ষে। সংগঠনের সভাপতি শ্রী দীপক কুমার চৌধুরী, সহ বহু প্রবীন ও নবীন সদস্য তথা ক্যাপ্টেন বড়ুয়ার পরিবারের সদস্যরা এই সভায় উপস্থিত থাকেন। সংগঠনের পক্ষ থেকে ক্যাপ্টেন বড়ুয়া মূল্যবান অবদানকে স্মরণ করে সকলে বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

২য় বৈশ্বিক বৌদ্ধ সম্মেলন সম্পন্ন হলো নয়াদিল্লীতে

বিগত ২৪-২৫ জানুয়ারি ২০২৬ নয়াদিল্লীর ভারত মণ্ডপম সভাগৃহে 2nd Global Buddhist Summit (২য় বৈশ্বিক বৌদ্ধ সম্মেলন)-এর মূল উদ্যোক্তা ছিল International Buddhist Confederation এবং সহযোগিতায় ভারত সরকারের সাংস্কৃতিক মন্ত্রক।

দু-দিনব্যাপী এবারের এই সম্মেলনের মূল স্লোগান ছিল "Collective Wisdom, United Voice, and Mutual Coexistence" অর্থাৎ "সম্মিলিত প্রজ্ঞা, ঐক্যবদ্ধ কণ্ঠস্বর এবং পারস্পরিক সহাবস্থান"। বুদ্ধের শিক্ষার আলোকে বর্তমান সময়ে পৃথিবীব্যাপী যে সকল সংকটের সম্মুখীন মানুষ প্রতিনিয়ত হচ্ছে যা কিনা সামাজিক, সম্প্রীতি, প্রযুক্তিগত এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্যর সঙ্গে সম্পর্কিত, তাদের কিভাবে মোকাবিলা করা যাবে সে বিষয়ে আলাপ, আলোচনা এবং প্রয়োগ-এর জন্য এই সম্মেলনের আয়োজন।

এবারের সম্মেলনে জাপান, কোরিয়া, থাইল্যান্ড, মায়ানমার, ভিয়েতনাম, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ভুটান এবং যুক্তরাজ্য সহ দেশী-বিদেশী প্রায় আড়াইশো

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, All India Federation of Bengali Buddhists-এর একটি নিজস্ব Website ২০১৬ থেকে উপস্থাপিত হয়েছে। আমাদের Website-এর বিবরণ হল **www.aifbb.org**। এখন থেকে Website-এর মাধ্যমে সংগঠনের ত্রৈমাসিক মুখপত্র 'ফেডারেশন বার্তা' এবং পাত্র-পাত্রী সম্পর্কিত সংবাদ আগ্রহী ব্যক্তিরা সহজেই পাবেন। আমাদের প্রত্যাশা আপনাদের সকলের সহযোগিতায় উক্ত Website-এর মাধ্যমে আমরা দেশ-বিদেশের বৃহত্তর জনসমাজের সঙ্গে মৈত্রীপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম হব।

এছাড়া আমাদের সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ ও সংযুক্ত হওয়ার কয়েকটি মাধ্যম হল—

Call / WhatsApp number : 9433493447 / 8013324845

Email Id : federation1973@gmail.com

Facebook Page : All India Federation of Bengali Buddhists

YouTube Channel : All India Federation of Bengali Buddhists

সবিনয় নিবেদন

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলকে অবগত করা হচ্ছে যে, পন্ডিত ধর্মাধার সরণীস্থ (পটারি রোড, কলকাতা-১৫) "ধর্মাধার শতবার্ষিকী ভবন"-এর নির্মাণ কার্য সম্পূর্ণ হয়েছে। এই ভবনটির একাংশ ত্রিতল এবং অপরাংশ চতুর্থতল বিশিষ্ট। দূরাগত যাত্রীবৃন্দ যাঁরা চিকিৎসা, তীর্থযাত্রা, পরীক্ষার্থী অথবা ভ্রমণযাত্রী তাঁদের স্বল্পকালীন অবস্থানের জন্য এই ভবনে বর্তমানে নয়টি ঘর ব্যবহারযোগ্য রয়েছে। প্রয়োজন অনুসারে আগ্রহ ব্যক্তিবর্গ এই ভবনে অবস্থানের জন্যে নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন।

কর্তৃপক্ষ;
পন্ডিত ধর্মাধার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি
৫০আর/১এ, পন্ডিত ধর্মাধার সরণী (পটারি রোড)
কলকাতা-৭০০০১৫
দূরভাষ ঃ ৮৯১৮৬৭২২৪৭ / ৯৪৩৩৪৯৩৪৪৭
ই-মেল ঃ panditdharmadharwelfaresociety@gmail.com

শ্রদ্ধাঞ্জলি

- অল ইণ্ডিয়া ফেডারেশন অফ বেঙ্গলি বুদ্ধিস্টস এর অন্যতম পৃষ্ঠপোষক তথা পূর্বতন সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন ক্ষিতীশ রঞ্জন বড়ুয়া মহাশয় বিগত ৯ই জানুয়ারি ২০২৬ স্বল্পকালীন রোগভোগের পর কলকাতায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। প্রয়ানকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯১ বৎসর। ফেডারেশনের নেতৃত্বে বাঙালী বৌদ্ধদের সাংবিধানিক অধিকার রক্ষার সংগ্রামে এবং আইনি লড়াইতে তাঁর অগ্রণী ভূমিকা বিশেষভাবে স্মরণীয়। তাঁর প্রয়ানে সমাজ একজন পরম হিতাকাঙ্ক্ষীকে হারাল।
  ফেডারেশনের পক্ষ থেকে ক্যাপ্টেন ক্ষিতীশ রঞ্জন বড়ুয়া'র প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করে তাঁর নির্বাণ শান্তি প্রার্থনা করছি।
- বাংলাদেশ সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার মহামান্য ত্রয়োদশ সংঘরাজ অগ্গমহাপণ্ডিত জ্ঞানশ্রী মহাস্থবির বিগত ১৩ই নভেম্বর ২০২৫ সন্ধ্যায় ১০০ বৎসর বয়সে চট্টগ্রামে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি ছিলেন চট্টগ্রাম শহরের নন্দনকানন বৌদ্ধ বিহারের অধ্যক্ষ। দীর্ঘ সাঙ্ঘিক জীবনে তিনি বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠা সহ নানাবিধ সমাজ কল্যাণমূলক কার্য সম্পাদন করেন। সমাজসেবায় অসামান্য অবদানের জন্য ২০২২ সালে বাংলাদেশ সরকার দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অসামরিক পুরস্কার একুশে পদকে তাঁকে সম্মানিত করে।
  বুদ্ধের শিক্ষার প্রচার প্রসার এবং শুদ্ধতা রক্ষায় নিবেদিতপ্রাণ এই মহান সাঙ্ঘিক ব্যক্তিত্বের প্রতি ফেডারেশনের সদস্যরা বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করে তাঁর নির্বান শান্তি প্রার্থনা করছে।
- বিগত ৩০শে অক্টোবর ২০২৫ কুশীনগর ভিক্ষু সংঘপ্রধান তথা কুশীনগর মায়ানমার বৌদ্ধ বিহারের অধ্যক্ষ অগ্রমহাপণ্ডিত শ্রীমৎ জ্ঞানেশ্বর মহাস্থবির প্রয়াত হন। প্রয়াণকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯ বৎসর। বৌদ্ধ শাস্ত্রের বিদগ্ধ পন্ডিত এই বরিষ্ঠ ভিক্ষু জন্মসূত্রে মায়ানমারের মানুষ হলেও দীর্ঘ দিন যাবৎ তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে কুশীনগরে বুদ্ধের নির্বাণ শয্যার পরিচর্যা করে গেছেন। শীল, সমাধি, প্রজ্ঞার প্রতি তাঁর অবিচল বিশ্বাস এবং আত্মসমর্পণ বহু মানুষকে জীবন সংগ্রামে প্রেরণা জুগিয়েছে। তাঁর প্রতি ফেডারেশনের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করি।
- বাংলাদেশী বৌদ্ধদের তীর্থ পরিক্রমায় অন্যতম সদস্য শ্রী আশীষ বড়ুয়া মহাশয় বিগত ১৭ই নভেম্বর ২০২৫-এ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তীর্থ যাত্রীদের বহনকারী বাস ৩০শে অক্টোবর ২০২৫-এ এক পথ দুর্ঘটনায় আক্রান্ত হয় এবং মাননীয় আশিষবাবু এতে গুরুতর আঘাত পেয়ে হাসপাতালে স্থানান্তরিত হন। দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর ডাক্তারবাবুদের অসীম চেষ্টা সত্ত্বেও তাকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। প্রয়াত ব্যক্তির প্রতি আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করি।
- ফেডারেশনের পরম হিতৈষী শ্যামনগর নিবাসী শ্রীমতী মঞ্জু সিনহা বড়ুয়া বিগত ৫ই নভেম্বর ২০২৫ রাতে বুদ্ধগয়ায় প্রয়াত হন। প্রয়াণকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বৎসর। মঞ্জুদেবীর জ্যেষ্ঠ কন্যা শ্রীমতী সুষমা সিনহা বড়ুয়া ফেডারেশনের জেনারেল কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য। তাঁর একমাত্র পুত্র অবসর উত্তীর্ণ জীবনে বৌদ্ধ সংঘে যোগদান করে ভিক্ষু প্রজ্ঞা রতন রূপে পরিচিত হয়েছেন।
  প্রয়াত উপাসিকার প্রতি সংগঠনের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করি।
- "বোধি পল্লব" কীর্তন সংস্থার অন্যতম সদস্য বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রামপুর নিবাসী শ্রী সঞ্জয় বড়ুয়া মহাশয় বিগত ৭ই সেপ্টেম্বর ২০২৫ এক পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান। একজন প্রতিশ্রুতিমান সাংস্কৃতিক ব্যক্তিকে হারিয়ে সমাজ এক শূন্যতার সম্মুখীন হলো। প্রয়াত সঞ্জয় বড়ুয়ার প্রতি ফেডারেশনের পক্ষ থেকে বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই।
- 'মহাবোধি বুক স্টল' এর কর্ণধার শ্রী জয়বর্ধনে বিগত ১৮ই সেপ্টেম্বর ২০২৫ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। প্রয়াণকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৫ বৎসর। বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনা এবং বিপণনের ক্ষেত্রে দীর্ঘ দিন যাবৎ তিনি এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন। বহু দুষ্প্রাপ্য পুস্তক তাঁর সংগ্রহে ছিল। বহু পন্ডিত মানুষেরা তার সান্নিধ্যে এসে তাঁদের গবেষণা সংক্রান্ত তথ্য জোগাড় করেছেন। তাঁর প্রয়াণে বৌদ্ধ সাহিত্য প্রকাশণার ক্ষেত্রে এক শূন্যতা সৃষ্টি হলো। প্রয়াত শ্রী জয়বর্ধনের প্রতি ফেডারেশনের পক্ষ থেকে বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

- ফেডারেশনের পরমহিতৈষী শ্রীমতী কৃষ্ণা বড়ুয়া বিগত ২৮শে ফেব্রুয়ারী ২০২৬ ইহলোক ত্যাগ করেন। অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন অফ বেঙ্গলি বুদ্ধিস্টস-এর অন্যতম সম্পাদক শ্রী সত্যজিৎ বড়ুয়ার স্ত্রী কৃষ্ণা দেবী ছিলেন এক সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব। তাঁর প্রতি ফেডারেশনের পক্ষ থেকে শোকাঞ্জলি জ্ঞাপন করা হল।

২য় বৈশ্বিক বৌদ্ধ সম্মেলন.... ৭ম পাতার পর

জন বৌদ্ধ ভিক্ষু, পন্ডিত, গবেষক এবং নেতৃবৃন্দ যোগদান করেছিলেন। থেরবাদী, মহাযানী, বজ্রযানী সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সম্মিলিত আহ্বান ছিল—এই পৃথিবীকে হিংসা মুক্ত করে পারস্পরিক সম্প্রীতির বাতাবরণ সৃষ্টি করা। সম্মেলনে বিষয়ভিত্তিক পাঁচটি পর্বের অধিবেশন আয়োজিত হয়। সেগুলি ছিল— (১) সামাজিক সম্প্রীতির জন্য সম্মিলিত প্রজ্ঞা ও ঐক্যবদ্ধ কণ্ঠস্বর। (২) 'বুদ্ধের ধম্ম'র আলোকে উদ্যোক্তাবৃত্তি ও সৎ জীবিকা। (৩) বৈজ্ঞানিক গবেষণা, স্বাস্থ্যসেবা, চিকিৎসাবিজ্ঞান এবং টেকসই জীবনচারণ।' (৪) 'বুদ্ধের ধম্ম'র আলোকে শিক্ষা। (৫) 'সংঘের গতিপ্রকৃতি— ভূমিকা, আচরণ ও অনুশীলন প্রেক্ষিতে'।

এই সম্মেলনের অপর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এক অন্যমাত্রিক প্রদর্শনীশালা। সমসাময়িক ভারতে পবিত্র নিদর্শন ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কিত এবং "বিশ্ব ঐতিহ্য নির্মাণে ভারতের বুদ্ধ ধম্ম প্রচার" শীর্ষক এই প্রদর্শনীশালাটিতে বিবিধ আঙ্গিকে বুদ্ধের শিক্ষার প্রয়োগিক দিকগুলির প্রাতিষ্ঠানিক নিদর্শন তুলে ধরা হয়। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো "NORBU (Neural Operator for Responsible Buddhist Understanding) এর সরাসরি প্রদর্শনী—এটি ChatGPT অ্যালগরিদমের উপরে ভিত্তি করে তৈরি এবং বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত একটি ভাষা—শিক্ষণ মডেল। ইন্টারন্যাশনাল বুদ্ধিস্টস্ কনফেডারেশন কর্তৃক বৈশ্বিক পৃষ্ঠপোষক হিসেবে গৃহীত এবং 'কল্যাণ মিত্র' (আধ্যাত্মিক বন্ধু) নামে অভিহিত NORBU-এর লক্ষ্য হলো, প্রযুক্তি সচেতন তরুণদের বহুবিধ ভাষার মাধ্যমে বৌদ্ধ শিক্ষার সাথে সংযুক্ত করা।

সম্মেলনের প্রধান অতিথি ছিলেন ভারতের সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় গজেন্দ্র সিং শেখওয়াত এবং বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন সংখ্যালঘু ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী মাননীয় শ্রী কিরণ রিজিজু মহাশয়। প্রধান অতিথি তাঁর ভাষণে বৌদ্ধ ঐতিহ্য রক্ষায় ভারত সরকারের দায়িত্ব এবং এই আলোকে বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের স্থাপনার গুরুত্ব সম্পর্কে সকলকে অবহিত করেন। "জ্ঞানভারতম" উদ্যোগের মাধ্যমে ভারত সরকার প্রাচীন পুঁথি সমূহকে ডিজিটাইজেশন করবার কার্যক্ষম শুরু করেছে বলে তিনি জানান। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভারতের সকল প্রাচীন লিপি ও পুঁথিকে দীর্ঘ মেয়াদী ভিত্তিতে সংরক্ষণ করা যাবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

মাতৃদেবী শ্রীমতী মঞ্জু সিনহা বড়ুয়ার স্মৃতিতে
'ফেডারেশন বার্তা'র এই সংখ্যার মুদ্রণ ব্যয়ভার
বহন করেছেন—

শ্রীমতী সুষমা সিনহা বড়ুয়া

তেঘড়িয়া, কলকাতা-৭০০০৫৯

শুভেচ্ছা দান ঃ ১০ টাকা

পত্রিকা সম্পাদক ঃ শ্রী আশিস বড়ুয়া এবং 'অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন অফ বেঙ্গলি বুদ্ধিস্টস'-এর পক্ষে সাধারণ সম্পাদক, ড. সুজিত কুমার বড়ুয়া কর্তৃক ৫০আর/১এ, পণ্ডিত ধর্মাধার সরণী (পটারি রোড), কলকাতা-৭০০০১৫ হইতে প্রকাশিত ও ভেনাস প্রিন্টার্স, কলকাতা ৭০০০০৯ হইতে মুদ্রিত।